লুক্রিসিয়া উপাখ্যান।

কলিকাতা

প্রাকৃত যন্ত্রে।

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ তর্করত্ন কর্তৃক

মুদ্রিত।

মির্জাপুর।

হলওএলস্ লেন নং ১ বাটী।

শকাব্দ ১৭৮২।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

রোমেতিহাসের অন্তর্গত লুক্রেসিয়ার বিবরণ এই পুস্তকে বাঙ্গলা রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই উপাখ্যান উপলক্ষ করিয়াই একখানি স্বতন্ত্র কাব্য প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল না। সত্য কিংবা কল্পিত একটী আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া স্ত্রী জাতির সচ্চরিত্র সংক্রান্ত এক খানি পদ্য পুস্তক প্রকটন করাই ইহার অভিপ্রায় ছিল সুতরাং সেই সংকল্পাধীন ইহার স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বাহুল্য বর্ণনা পরিকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে উপাখ্যানের স্বভাব এবং মূল সত্যের উপর কোন হানি না হয়, তজ্জন্য বিশেষ মনোনিবেশ করা গিয়াছে। এই পুস্তকে যে নানা প্রকার দোষ থাকিবেক তাহার অসম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, আমার সৌভাগ্য ক্রমে যদি ইহা সহৃদয় জনগণের নয়ন পথে পতিত হয় তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।

এ স্থলে এক বিষয় বক্তব্য এই যে, রোমেতিহাসের অন্তর্গত এই উপাখ্যান, নাটক করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত। অতএব কোন সহৃদয় যুবা, যদি ঐ আখ্যান অবলম্বন করিয়া নাটক বা কোন প্রকার কাব্য প্রকাশ করেন, তবে তাহা স্ত্রী-জাতির পাঠের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইতে পারে।

শি, কৃ, দ,।

কলিকাতা। মির্জাপুর।
২০ পৌষ। শকাব্দা ১৭৮২।

লুক্রিসিয়া উপাখ্যান।

ইউরোপ খণ্ডেতে আছে রোম নামে দেশ।
দিগন্ত গরিমা যার বিখ্যাত বিশেষ ॥
রমুলস্ নামে এক বীর বিচক্ষণ।
করিয়াছিলেন সেই রাজ্য সংস্থাপন ॥
তার পরে ক্রমেক্রমে রাজা ছয়জন।
করিলেন যথারীতি সেরাজ্য শাসন ॥
সপ্তম নৃপতি তাহে নাম টার্কুইন্।
অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ধর্ম্মসংজ্ঞাহীন ॥
সেক্শটস্ নামেতে ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর।
নিয়ত কুপথে মতি অতি দুরাচার ॥
একে নৃপসুত তাহে যৌবন তরঙ্গ।
প্রবল সরিতে যেন বরিষার সঙ্গ ॥
এহেন তুফানে নাই ধর্ম্ম কর্ণধার।
তবে আর সে দুস্তারে কে করিবে পার ॥

কলঙ্কে নাহিক শঙ্কা নাহি ধর্ম্মভয়।
স্বেচ্ছায় কুমার করে যাহা মনে লয়॥
কি কর নৃপতি-সুত নাহি জান মর্ম্ম।
কার রাজ্যে বসে কর স্বেচ্ছাচার কর্ম্ম॥
জনকের রাজ্য বলে না কর নির্ভর।
রাজ্য যাঁর বিধি তাঁর বুঝিবে সত্বর॥

নৃপসুত দুরাচার, করে নানা অত্যাচার
প্রজার না রহে আর চারা।
কিসে রাখে জাতিকুল, প্রজাপতি প্রতিকূল,
ধনে প্রাণে হয় সবে সারা॥
মনোদুঃখ কারে কয়, রক্ষক ভক্ষক হয়,
ভক্ষকের পিতাও ভক্ষক।
মুখে বলে জয় জয়, মনেমনে সবে কয়,
কবে ক্ষয় হবে এ রক্ষক॥
দশমুখে যাহা রটে, ধর্ম্মতঃ তাই ঘটে,
রটে কথা মিথ্যা বড় নয়।
শুন তার সবিশেষ, ভূপতির অবশেষ,
রাজ্যনাশ বনবাস হয়॥

একদিন সঙ্গোপনে, উঠিল রাজার মনে,
আত্মকৃত যত পাপাচার।
করেছেন যত কর্ম্ম, স্মরিলে সিহরে মর্ম্ম,
তাই মনে পড়ে বার বার ॥
ভাবেন চাতুরী জালে, যদি বাঁচি ইহকালে,
পরকালে কি হইবে গতি ;
পুন ভাবে “ একি দায়, কুচিন্তায় প্রাণযায়,
এ যে দেখি আসন্নের মতি ॥
কলুষে করিলে ভয়, বহুকার্য্যে বাধা হয়,
পরকাল কে কোথা দেখেছে ;
বিষয় রাখিতে গেলে, ধর্ম্ম দিতে হয় ঠেলে,
ইদানী এ সুরীতি হয়েছে ॥
তবে এক শঙ্কা আছে, প্রজাদ্রোহ ঘটে পাছে
তাই ভেবে সদা কাঁপে প্রাণ।
স্বকীয় চাতুর্য্যবলে, নৃপতি হয়েছি বলে,
তবু নাই সুখের সন্ধান ॥
কিপ্রকারে পাপাচার, চাপা দিয়া রাখি আর,
দেখি মাত্র উপায় ইহার।
প্রজাগণ অনুক্ষণ, যদি থাকে অন্যমন,
ভুলে রবে মম অত্যাচার ॥ ”

এত ভাবি নরপতি, প্রজাগণে অনুমতি,
করিলেন করিতে সমর।
ঘটিল বৃথা বিরোধ, করে সবে অবরোধ,
নির্ব্বিরোধ আর্ডিয়া (১) নগর॥
নৃপ হে কি কর ছল, বসনে প্রবলানল,
নিরোধ রাখিবে কতক্ষণ।
অখণ্ড নিয়ম যাহা, কৌশলে না টলে তাহা,
একে আর ঘটিবে এখন॥

আর্ডিয়া নগর আক্রমণ, ও লুক্রিসিয়ার প্রতি,
রাজকুমারের অবৈধ আসক্তি।

আর্ডিয়ার সন্নিকটে রাজসৈন্যগণ।
রহিল সবাই করি শিবির স্থাপন॥
নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার আজ্ঞায়।
সামন্তগণের সহ ছিলেন তথায়॥
একদা যামিনীযোগে সঙ্গিগণ সনে।
মাতিলেন কুতূহলে আসব সেবনে॥

(১) আর্ডিয়া নগর রোমের প্রায় ৮ ক্রোশ অন্তরে সংস্থাপিত ছিল। ইহা রুটুলীয়দিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

কতকথা এসে সুখ কামিনীর (২) রঙ্গে।
কামিনী গণের কথা উঠিল প্রসঙ্গে॥
প্রত্যেকেই আরম্ভিল বনিতা গৌরব।
যে যাহে মোহিত করে তাহারি সৌরব॥
সবে বলে মমভার্য্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হয়।
রূপে গুণে কারু পত্নী তার সমা নয়॥
এইকথা লয়ে শেষে তুমুল বিবাদ।
বাহিরের লোকভাবে কি আর প্রমাদ॥
তবু ভাল পুরাতন বিলাসীর দল।
একালের হলে ভার্য্যা দিতে রসাতল॥
রহিল সে কথা পরে শুন সবিশেষ।
যেরূপে হইল শেষে কলহের শেষ॥
কোলেটাইনস্ নামে মান্য এক জন।
উক্ত বিসম্বাদে ভুক্ত ছিলেন তখন॥
বলিলেন মিছামিছি দ্বন্দ্ব কেন ভাই।
এইদণ্ডে চলসবে গৃহমুখে যাই॥
এথা হতে রোম অষ্টক্রোশ বই নয়।
অশ্বে গিয়া দ্রুত ফিরে আসিব কিভয়?॥

(২) কামিনী-মদিরা।

প্রত্যক্ষ করিব সবে সবার বনিতা।
কে কেমন কেবা কোন্ কার্য্যে নিয়োজিতা॥
ইহা শুনে সবে বলে ভাল ভাল ভাই।
ভাল কথা চল যাই গোলে কায নাই॥
অতঃ পরে অশ্বপৃষ্ঠে চাপিল সবাই।
চলিল বায়ুর বেগে দেখা শুনা নাই॥
আঁধারা যামিনী তাহে হয়ে আরোহণ।
কামিনী প্রভাবে পাছে ঘটে বা পতন॥
পথে যেতে যেতে বাড়ে কতই উল্লাস।
কলহ কৌতুক কভু কভু অট্টহাস॥
দেখিতে দেখিতে রোমে করিল প্রবেশ।
সবাকার নারী সবে হেরিলা বিশেষ॥
কেহ হাসে কেহ খেলে কেহ নিদ্রা যায়।
প্রত্যেকের মনঃপূত নহিল কোথায়॥
কুমারের অন্তঃপুরে কৌতুক তরঙ্গ।
অলসের সহ সুধু বিলাস প্রসঙ্গ॥
পরে সবে চলে কোলেটাইনসের ঘর।
হেরিল তাঁহার নারী অতি মনোহর॥
রূপে অনুপমা বামা লুক্রিসিয়া নাম।
অর্দ্ধযাম তবু কার্য্যে নাহিক বিরাম॥

সহচরী গণ মাঝে নবীনা কামিনী।
কুবলে বেষ্টিত যেন প্রফুল্ল নলিনী॥
সুস্থহস্তে শিল্পকার্য্য করিছে যতনে।
প্রিয়ভাষে প্রাণে তোষে সহচরীগণে॥
একখণ্ড রঙ্গিল বসন করি করে।
প্রশমের কুসুম তুলিছে তদুপরে॥
সুখে সখিগণে করে নানা উপদেশ।
সহাস্য আননে শেষে বুঝান বিশেষ॥
একতায় সবে তায় করে অগ্রগণ্য।
কামিনী কুলের মাঝে লুক্রিসিয়া ধন্য॥
বিবাদ হইল ভঙ্গ সবে যেতে চায়।
কুমারে ঘটিল কিন্তু অনঙ্গের দায়॥
সেরূপ মাধুরী হেরি টলিল মানস।
স্মরশরে জর জর শরীর অবশ॥
থর থর কাঁপে ঝর ঝর স্বেদকণ।
বিকল হইল মন না চলে চরণ॥
প্রবল উথলে হৃদি সঘনে শীৎকার।
রোমাঞ্চ জৃম্ভন আদি উঠে বার বার॥
যতনে সেভাব তথা করি সঙ্গোপন।
সঙ্গিগণ সহকারে আর্ডিয়াগমন॥

ক্রমে তথা পাঁচ ছয় দিন গত হয়।
কোনক্রমে কুমারের প্রাণসুস্থ নয়॥
মনোজ অনলে মনোবন জ্বলে যায়।
কোন্ জলে প্রবল এ অনল নিবায়?॥
পার্শ্ববর্ত্তী প্রজ্ঞাকূপে ছিল শান্তিজল।
দিলে পরে এ অগ্নির না খাটিত বল॥
আজন্ম কুমার তার না জানে সন্ধান।
কেমনে বারিবে বহ্নি করে বারিদান?॥
দূরে থাক্ বারণ বাড়ালে হুতাশন।
বার বার বাঞ্ছাবায়ু করি সঞ্চালন॥
নরের কৌতুক দেখি লেখনীর হাসি।
এহেন চেতন হতে জড় ভালবাসি॥

রাজকুমারের গোপনে লুক্রিসিয়ার বাটীতে গমন।

মনোজ পশিয়া মনে, ক্রমশঃ কুআশাসনে,
কুমারে করিল ধৈর্য্যহীন।
মোহে বিমোহিত চিত, অম্বুদিম অনুচিত,
ভাবনায় তনু হয় ক্ষীণ॥

কি ছলে তথায় যাব, কিরূপে তাহায় পাব,
অসম্ভব সাধিব কেমনে।
সে বামা অটলা তায়, পতি বিনা নাহি চায়,
মতি কিসে হবে অন্যজনে ॥
পাতিব কেমন ছল, প্রকাশিব কি কৌশল,
দৃঢ় বড় সতীর প্রণয়।
যত্নে রূপে গুণে ধনে, অথবা রস বচনে
কিছুতেই ভাঙ্গিবার নয় ॥
যদি সে অসতী হয়, তাতেও বিষম ভয়,
এ বিষয় ছাপা নাহি যায়।
সূচনায় কানাকানি, সম্মিলনে জানাজানি,
প্রাণ লয়ে টানাটানি তায় ॥
যথায় যে কোন নরে, এহেন পিরীতি করে,
সবে গুপ্ত করে সাধ্যমত।
কিন্তু কেমনে কে জানে, শেষে উঠে সব কানে,
গোপনের গত কথা যত ॥
সুধু ভাবি সেই ভয়, অন্য বাধা বাধা নয়,
ধর্ম্মভয় মনে কেবা স্মরে।
আছে মূঢ় জন কত, এপথে কণ্টক মত,
ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে বৃথা মরে ॥

নতুবা অসংখ্য নর, পশু পক্ষী জলচর,
ধর্ম্ম কথা নাহি আনে মুখে।
কি ক্ষতি তাদের তায় ?, না ভোগে ধর্ম্মের দায়,
খায় দায় নিদ্রা যায় সুখে॥
যাহা হোক্ সে প্রকারে, কেহ না জানিতে পারে
সেইরূপে এই চেষ্টা পাই।
নিভৃতে তাহাকে পেলে, বাসনা পুরাব হেলে,
কালে আর সতী কেহ নাই॥
গুপ্তে পেলেপরে পরে, পতির পিরীতি স্মরে,
সত্বরয়ে স্মরে ধর্ম্ম স্মরে।
কোথা মিলে হেন সতী, যৌবনে যত যুবতী,
রতি লোভে সকলি পাসরে॥'
মনে হেন করি স্থির, কুমার হয়ে অধীর,
একদা রজনী আগমনে।
করে করবাল লয়ে, হয়ে আরোহণ হয়ে,
চলে লুক্রিসিয়ার ভবনে॥
শিবিরে রহিল যারা, কিছুই না জানে তারা,
কোলেটাইনস্ আদি সবে।
একাকী কুমার ধায়, সখামাত্র মার তায়,
লয়ে যায় গোপনে নীরবে॥

এখনী কহিছে মার !, জানিহে রীতি তোমার,
প্রথমে দেখাও নানা সুখ।
স্বকার্য্য সাধন করে, অমনি পলাও সরে,
সুখে সখা বিপদে বিমুখ ॥
কত কব তব গুণ, সর্ব্বস্ব নাশের ঘুণ,
মরি কিবা সুনিপুণ সেতো।
তুমি না থাকিলে পরে, যেতে উৎসেধ নগরে,
হেন সেতো কেবা কোথা পেতো ॥
দশাস্য যে পথ ধরে, সীতা সতী এনে হরে,
অচিরে স্ববংশ সহ মলো।
মরিতে উপজে শঙ্কা, বানরে বাজাল ডঙ্কা,
স্বর্ণলঙ্কা ছারখার হলো ॥
পেরিস ধরি যে পথ, তব গুণে হে মন্মথ,
গিরীশের হেলেনা হরিল।
অনলে সঁপিল হাত, ট্রয় হলো ভস্মসাৎ,
অচিরাৎ সবংশে মরিল ॥
জেনে শুনে ওহে মার, সেই পথে পুনর্ব্বার,
কুমারে করিলে অগ্রসর।
বুঝি দেয়াইবে তাঁরে, উক্ত প্রথা অনুসারে,
কালের করাল করে কর ॥

একথা শুনি মদন, হৃদয়ে গণি বেদন,
ক্রোধে কহে লেখনীর আগে।
"চির জড় অঙ্গধর, অনঙ্গকে ব্যঙ্গ কর,
এত রঙ্গ ভাল নাহি লাগে॥
না বুঝে নরের দোষ, স্মরে কর বৃথা রোষ,
আমি কারো মন্দ না ঘটাই।
বিধির সৃজিত হই, দাম্পত্য প্রণয়ে রই,
সুখ সহ মঙ্গল ঘটাই॥
পবিত্র প্রকৃতি মম, সাম্যে সুখ অনুপম,
বিষমে বিষম ঘটে দায়।
অযোগ্য স্থানে যে ডাকে, বিধাতা বিমুখ তাকে,
ধন মান জীবন হারায়॥
তার সাক্ষী দেখ ভাই, বহ্নি মিলে সর্ব্ব ঠাঁই,
আছে তায় শত উপকার।
কিন্তু সেই অগ্নি লয়ে, বিবেক বিহীন হয়ে,
গৃহে দিলে ঘটে একে আর॥
অতএব ভ্রম ভরে, পড়ি অবোধের করে,
বিফলে পাড়হ কেন গালি।
হেন মতে অতঃপরে, মদনে নিন্দিলে পরে,
না ঘুচিবে বদনের কালী॥

বিবাদ ভঞ্জন তায়, ও দিকে কুমার ধায়,
চকিতে নগরে উত্তরিল ।
আরম্ভ দ্বিতীয় যাম, কোলেটাইনসের ধাম
সউল্লাসে প্রবেশ করিল ॥
সখীমুখে বার্ত্তা পেয়ে, লুক্রিসিয়া দ্রুত যেয়ে
সমাদর করে বিধিমত ।
পতির বান্ধব বলে, সতী অতি কুতূহলে,
সেবাভক্তি করে বিশেষত ॥
অশনান্তে রাজপুত্র, ভুলি খলতার সূত্র,
বলে "অত্র রব অদ্য রাতি ;
অলসে অবশ কায়, তমসা রজনী তায়,
সঙ্গে আর কেহ নাহি সাতী ॥"
লুক্রিসিয়া তত্‌ক্ষণে, ডাকি দাস দাসীগণে,
স্বতন্ত্র মহলে বাসা দিল ।
কুমার বিশ্রাম করে, লুক্রিসিয়া অতঃপরে,
ঘরে গিয়া নিদ্রিত হইল ॥
দাস দাসী আদি সবে, নিদ্রা যায় ঘোর রবে,
কুমারের নিদ্রা সুধু ছল ।
বুঝে বিহিত সময়, উঠিলেন রসময়,
স্মরভরে তনু টল মল ॥

হস্তে লয়ে স্বীয় অসি, যথা আছে সে রূপসী,
ত্রস্ত হয়ে চলিল তথায়।
কৌশল পাইয়া পরে, প্রবেশ করিল ঘরে,
লুক্রিসিয়া জেগে উঠে তায়॥
সহসা স্বীয় আগারে, সেবেশে হেরি কুমারে,
চমকেতে সচকিত সতী।
অম্বর সম্বরি ব্যস্ত, উঠে চলে যায় ত্রস্ত,
কিন্তু দ্বারে দাঁড়াল দুর্ম্মতি॥
অবলা সরলা বালা, ভাবে একি হলো জ্বালা,
ভয়ে থর থর কাঁপে অঙ্গ।
করিকরে কমলিনী, হরি সম্মুখে হরিণী,
ব্যাধ হস্তে যেমন বিহঙ্গ॥
ত্রাসে চারি দিকে চায়, কোন রাহা নাহি পায়,
ফাঁফরে পড়িল ঘোরতর।
কি হলো কিহলো হায়, সতীর সতীত্ব যায়,
লেখনী কাঁপিছে থর থর॥

লুক্রিসিয়ার সহিত রাজকুমারের কথোপকথন।

বিপদে হইবে ধৈর্য্য বুধের বচন।
এত ভাবি লক্রিসিয়া দঢ় করে মন॥

কুমারে জিজ্ঞাসে তবে করিয়া বিনয়।
"হেন অনুচিত কালে আসা কি আশয়?"॥
দুষ্ট বলে "ভয় নাই বৈস শয্যোপরে।
বাসনা যা আছে প্রকাশিব অতঃপরে"॥
লুক্রিসিয়া ভাবে ভয় করে কিবা করি।
সকম্পিত-কলেবরে বৈসে শয্যোপরি॥
সম্মুখেতে অন্য এক কাষ্ঠাসন ছিল।
অস্ত্রহস্তে দুষ্টমতি তাহাতে বসিল॥
লাজেরে হানিয়া বাজ বলিল মানস।
উড়িল সতীর প্রাণ শরীর অবশ॥
মনে ভাবে এসময় কোথা প্রাণেশ্বর।
দেবের অধীনী এবে হরে নিশাচর॥
ক্রোধভরে বিধুমুখী অধোমুখে রয়।
সেক্‌শটস্‌ বুঝিল, মৌনে সম্মতি নিশ্চয়॥
হৃষ্টমনে অস্ত্রত্যজি শয্যোপরে যায়।
হুঙ্কারিয়া লুক্রিসিয়া বাধা দিল তায়॥
হরিষে বিষাদ পুনঃ বৈসে দুরাচার।
মনে ভাবে মন বুঝি ফিরিল আবার॥
অতএব বলে পুনঃ করিয়া বিনয়।
"অতিথি অধীনে ধনি! হৈওনা নিদয়॥

কাতরে করুণা কণা কর বিতরণ।
বিপদে তরুণি তব নিলাম শরণ॥
বিশেষতঃ বিধুমুখি জাননা বিশেষ।
তব প্রতি টাইনসের নাহি প্রীতিলেশ॥
পরবশে স্ববাসে না বাসে তার মন।
ভালবাসে জেনে তায় দেছ প্রাণমন॥
কিম্বা যদি তার ভয়ে থাক তুমি ভীত।
বল না ললনা তার করিব বিহিত॥
কি করিবে স্বামী তব আমি হব পক্ষ।
রাজা যার সখা তার কারে আর লক্ষ্য॥
এথা হতে লয়ে যাব আপনার স্থান।
চিরদিন রব তব দাসের সমান॥
রাখিব যতনে তোঁহে হৃদয় মাঝারে।
সুখে সাঁতারিব দোঁহে প্রেম পারাবারে॥
আর যদি ইথে তব নাহি থাকে মন।
গোপনীয় প্রেমবারি কর বিতরণ॥
আছে বটে কতগুলা হাবা বোকা মেয়ে।
তাহারাই মরে সুধু পতি রতি চেয়ে॥
নতুবা সেয়ানা মেয়ে আছে যত যত।
গোপনে প্রণয় ডোরে বাঁধে শত শত॥

প্রেম লাগি কুল মান কিছুই না মানে।
কলঙ্ক কুযশ তারা অভরণ জানে॥
তুমি তবু এসকল দায় না জানিবে।
এহেন বাঞ্ছিত সুখ বিরলে বঞ্চিবে॥
অতএব বিনোদিনি করোনা নিরাশ।
প্রণয় প্রয়াসিজনে পুরাও প্রয়াস॥ ,,
লেখনী বলিছে বড় সুকঠিন ঠাঁই।
যতনে কি রতনে সে মন পাবে নাই॥

রাজকুমার লুক্রিসিয়ার মন ভুলাইবার নিমিত্ত যে সকল উক্তি করিলেন, লুক্রিসিয়া এক এক করিয়া তাহার প্রত্যেকটীর প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন।

শুনিয়া এ সব তবে লুক্রিসিয়া সতী।
সিহরিয়া স্মরে সুধু কোথা প্রাণপতি॥
ভাবিতে লাগিল বালা কম্পিত হৃদয়ে।
'আসিয়াছে দুরাচার করবাল লয়ে॥
সম্মত নহিলে বুঝি নাশিবে জীবন।
কিভয় তাহায় যদি রয় ধর্ম্মধন? ॥
অন্তর্যামী পরমেশ দেখ এ সময়।
এই ভিক্ষা মাগি যেন ধর্ম্ম রক্ষা হয়॥,

এতেক চিন্তিয়া ধনী তুলিল বদন।
সম্বরিল ছল ছল সজল নয়ন॥
একেলা অবলা স্থধু ধর্ম্মবল ছিল।
বিহিত কহিতে তাই বিমুখ নহিল॥
বলিতে লাগিল বালা "বলহে কুমার।
কুপথে এতেক যুক্তি এ কোন্ বিচার॥
এ পথে অন্তরে আছে লালসা যাহার।
কথার কৌশলে মন ভুলাও তাহার॥
প্রিয়ভাষে সেও প্রিয় ভাবিবে তোমায়।
কি আশে এ রস ভাষ বিরস জনায়॥
অতিথি হয়েছ তাহে মম ভাগ্যোদয়।
কিন্তু সে কি ভাগ্য যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয়?॥
আতিথ্যের ছলে যেবা চাহে জাতি কুল।
তাহাকে অতিথি ভাবা দুকূলে অকূল॥
মধ্যরাত্রে দস্যুদল অস্ত্র হস্তে করে।
অতিথি হলেম বলে যদি ছল করে॥
সে সবে আতিথ্য দানে যত ফলোদয়।
তদপেক্ষা শতগুণ ইহাতে নিশ্চয়॥
সে আতিথ্যে ইহকালে অল্প অপচয়।
এ আতিথ্যে দুই কালে সম অপচয়॥

ঘরে হেন আতিথ্যের নাহি অপ্রতুল।
তবে কেন পরবাসে করহ তুমুল॥
রাজার কুমার তুমি কহ বিশেষতঃ।
নিজ ঘরে এহেন অতিথি হয় কত?॥,,
"অধীন মানিয়া কেন অপরাধী কর?।
প্রজাজনা রাজার অধীন পূর্ব্বাপর॥
নরপতি অঙ্গজ হে কহ বিবরিয়া।
পরাঙ্গনা অধীন হইবে কি লাগিয়া?॥
অঙ্গনা অধীন নহ অনঙ্গ অধীন।
অধিপতি যার তারি হয়েছ অধীন॥
অধীন অধীন হয়ে অহিত সাধনে।
এতধিক অধীর হইলে কি কারণে?॥,,

"বলিলে আমারে 'তুমি হৈওনা নিদয়।,
একি লাজ রাজসুত! দয়া কারে কয়?।
দয়া হতে ধর্ম্ম নাই পুরাণ বচন।
পর উপকার হেতু দয়ার সৃজন॥
ইহকালে দয়াশীলে সকলে সন্তোষ।
পরকালে পরমেশ দেন পরিতোষ॥

পরে দয়া করি হয় আত্ম উপকার।
কোন কালে কারো তায় নাহি অপকার।
কিন্তু এ কেমন দয়া কহ বিবরণ ?।
কিবা উপকার ইথে কি ধর্ম্ম সাধন ?॥
প্রথমে জ্বলিবে অনুতাপ হুতাশন।
ক্রমে তার মনোবন হইবে দহন॥
না নিবিবে অগ্নি কোন জীবন প্রদানে।
না যাবে উত্তাপ তার জীবন প্রয়াণে॥
দ্বিতীয়তঃ যুবরাজ কিসের লাগিয়া।
কাটিব প্রণয়ডোর পাপ অস্ত্র দিয়া ?॥
প্রাণের সে প্রাণসম প্রাণপতি-প্রাণে।
হানিব বিশাল বাণ বল কোন্ প্রাণে ?॥
প্রথম মিলনাবধি যে প্রিয় জীবন।
প্রাণের প্রেয়সী ভেবে করেন যতন॥
কোন্ দোষে সেই জনে করি প্রবঞ্চন।
আপনে আপনি দিব পাপে বিসর্জন ?॥
পতি যদি মতিহীন দুরাচার হয়।
রূপ গুণ ধন মান কিছুই না রয়॥
কিম্বা যদি জনমেও প্রিয় নাহি ভাবে।
সতী তবু তাহে কভু অপ্রিয় না ভাবে॥

কিন্তু যার অনুকূল পতি গুণান্বিত।
বল দেখি তবে তার কি হয় বিহিত? ॥
ধরামাঝে তার সমা আর কেবা আছে।
প্রেম ঋণে প্রাণ মন বাঁধা যার কাছে? ॥
এই কি তাহার আমি দিব প্রতিশোধ।
বলহ বিধান এর কুমার সুবোধ ॥
আর ইথে কিবা তব লাভ মতিমান্? ।
ধর্ম্ম যাবে যশ যাবে যেতে পারে প্রাণ
চিরদিন অবনীতে অপবাদ রবে।
পরেও বিহিত দণ্ড সহিবারে হবে ॥
আমার যতেক লাভ বলে কি জানাব।
চিরন্তন ধর্ম্মধন নিমেষে খোয়াব ॥
হায় হায়! কি আশায় কলুষে মজিব!!
অনন্তকালের আশা ক্ষণেকে নাশিব ॥
হেন অনুতাপ যদি ঘটে কদাচিত।
তখনি এ পাপ প্রাণ ত্যজিব নিশ্চিত ॥
কিম্বা যদি তব দত্ত যুক্তিমতে চলি।
তাহা হলে যত লাভ কত আর বলি ॥
নাহি প্রয়োজন আর সে সব বচনে।
শিখাও এমন জয়া স্বীয় প্রিয়জনে ॥

কিন্তু এ কেমন দয়া বল বিবরণ।
কার উপকার ইথে কি ধর্ম্ম সাধন? ॥”

“ যে দায়ে নৃপতি-সুত লয়েছ শরণ।
অন্যে তাহা করিতে না পারে নিবারণ ॥
শত নারী রত হয়ে যদি চেষ্টা পায়।
নারিবে বারিতে তবু সে বিষম দায় ॥
সে চেষ্টায় সে বিপদ্ হইবে প্রবল।
ঘৃতপ্রাপ্তে জ্বলে যথা জ্বলন্ত অনল ॥
তথাপিও শুন যদি সদুপায় বলি।
আপন ভবনে আছে কমলের কলি ॥
ছল করে খল দলে দলিছে তাহায়।
আপনা খাইয়া চাহ পর-মহিলায় ॥
ভ্রমবশে বসে তুমি অপরের বাসে।
বাসের কুসুম কেন এসেনাছে আশে? ॥
তুচ্ছ ফুল নহে সে যে জ্ঞান শতদল।
কি ভুলে সে ফুলে তুমি করিলে বিফল? ॥
পাইয়া দুর্লভ পুষ্প না জানিলে মর্ম্ম।
তবে আর ভবে তব কিসে হবে শর্ম্ম? ॥

লোভ মোহ আদি খল দলে ছল করে।
ছিঁড়িল কুসুম তব যশে তব ঘরে॥
তাই বলি অরি দলে দূরিত করহ।
অলি হয়ে আপনার নলিনীতে রহ॥
অহরহ লহ তার সুখ পরিমল।
তায় পেলে আর না ভুলিবে শতদল॥
সে সময়ে আমা সনে যদি দেখা হয়।
জননী সম্মান তবে করিবে নিশ্চয়॥
পরদারা হবে যবে জননী সমান।
সে দিন এ দায় তব হবে অবসান॥"

"ওহে যুবা কাতর হয়েছ যে প্রকার।
নারী বলে নারিনু তাহার প্রতীকার॥
এ সময়ে আবাসে থাকিলে প্রাণকান্ত।
করিতেন পরহিত করিয়া প্রাণান্ত॥
তাহা ছাড়া যাহা কিছু কহিব এখন।
হইবে সে সব সুধু অরণ্যে রোদন॥
বিরস লাগিবে মম নীরস রসনা।
তথাপিও কথা এক কহিতে বাসনা॥

মোহ বশে কামরসে উন্মাদের প্রায়।
কাতর হয়েছি বলে জানাইলে দায়॥
কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখ একবার।
কাম ক্রোধ লোভ সব একই প্রকার॥
যে সময় থাকে তারা বিবেকের বশ।
তখন তাদের ভাব না হয় বিরস॥
কিন্তু যদি মোহ বশে ত্যজে অধিকার।
তা হলে তাদের বশে রক্ষা আছে কার?॥
ইন্দ্রিয় অধীনে মতি অবশ যাহার।
কার সাধ্য করে তার আশার সুসার?॥
ভেবে দেখ যদি কেহ অস্ত্র হস্তে করে।
দ্রুতবেগে এথায় আসিয়া ক্রোধ ভরে॥
বলে 'ওরে রাজসুত! বস্ চুপকরে।
বড় সাধ আছে তোরে কাটিতে স্বকরে॥
না পারে হৃদয় ধৈর্য্য ধরিবারে আর।
অনুকূল হয়ে আশা পুরারে আমার॥,
ওহে রাজসুত! তবে কি হবে তখন?।
কাতর বলিয়া তারে দিবে কি জীবন?॥
কিম্বা যদি লোভবশে অন্য একজন।
তব পাশে এসে চাহে তব সিংহাসন॥

'কহে যুবরাজ! বড় হয়েছি কাতর।
যৌবরাজ্য ভার মোরে দেহ শীঘ্রতর॥
তোমারে রাখিব বন্দী অন্ধকার কূপে।
সাবধান সে কথা রাখিবে চুপে চুপে॥'
তবে তাহে কি করিবে ওহে রাজসুত!।
পূরাবে কি আশা তার হয়ে হর্ষযুত?॥
অথবা যদ্যপি কেহ মোহিত নয়নে।
হেরে তব ভার্য্যা কিম্বা ভগ্নী সঙ্গোপনে।
কামাকুল হয়ে তবে গিয়া তাঁর পাশে।
রতি আশে নানামত প্রিয়ভাষা ভাষে॥
যদি বলে বিধুমুখি! রক্ষা কর প্রাণ।
সকাতরে সদয় হৃদয়ে কর ত্রাণ॥
কিন্তু সে অবলা তার না বুঝি আশয়।
তব পাশে এসে যদি সবিশেষ কয়॥
তখন তাহায় তুমি কি দিবে বিধান।
বল বল নৃপসুত লহ অবধান॥
সে জনায় কাতর ভাবিবে যতোধিক।
বাঞ্ছিয়া স্বজন নারী তুমি ততোধিক॥
যে হয় উচিত এ সবার পুরস্কার।
তা হতে অধিক হয় বিহিত তোমার॥

পাবে পুরস্কার ইথে না কর সংশয়।
আজি কালি কিম্বা দশ দিন পরে হয়॥
মনোবনে কর্ম্ম বীজ বুনেছ যখন।
কার সাধ্য ফলতার করে নিবারণ?॥
ধরা সহ গগন যদি বা লুপ্ত হয়।
মহাশূন্যে তবু বীজ ফলিবে নিশ্চয়॥"

"মম প্রাণেশের কথা কহিলে যেমন।
সুহৃদ্ নহিলে কেবা বাখানে এমন?॥
বুঝিলাম এ বিনয়ে বট ভাল পটু।
গুণের গরিমা ইথে না ভাবিও কটু॥
অতএব কৃপা করি কর উপদেশ।
কেমনে করিব বশ প্রবাসী প্রাণেশ॥
সতীর পতির যদি রতি রহে পরে।
তাহে যত নহে তত অনল প্রখরে॥
কিন্তু যেন রবি যদি ঘনাচ্ছন্ন রয়।
তা বলে নলিনী অন্য করে ফুল্ল নয়॥
অতএব অনুচিত বৃথা চতুরালি।
লজ্জা সলিলে না টলিবে প্রেম আলি॥"

"ভয়ের কথন কিবা কহিলে রাজন্।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি ভয়ের কারণ॥
সতত নির্ভয় আছি যাহার সাহসে।
সুধু ভয় হয় সেই ধর্ম্ম ধন নাশে॥
যে রাজা হইলে সখা ভয় নাহি রয়।
সেই মাত্র সখা এক জানিবে নিশ্চয়॥
কর্ম্ম গুণে সে রাজা নিশ্চিত যার পক্ষ।
মানুষ রাজায় তার কত আর লক্ষ্য॥
এথা হতে লয়ে যাবে আপনার স্থান।
স্বামিহস্ত হতে ইথে পাব পরিত্রাণ॥
কিন্তু সেই অনন্ত বিশ্বের এক স্বামী।
তাঁহতে পলায়ে হব কোন্ পথগামী?॥
সলিলে কাননে কিম্বা অচল গুহায়।
লুকাইয়া আমারে হে রাখিবে কোথায়?॥"

"প্রণয়ের কথা কিবা তুলিলে রাজন্।
তবু ভাল শিখেছ সে নাম উচ্চারণ॥
লাম্পট্য পঙ্কিল কূপে বদ্ধ আছে যেই।
প্রেম পারাবারে কিসে সাঁতারিবে সেই?॥

মলিন গোষ্পদ বিন্দু যদি সিন্ধু হয়।
রাকা ইন্দু খদ্যোত যদিবা সমন্বয় ॥
কালগুণে সুধা যদি হলাহল হয়।
প্রেম সঙ্গে লাম্পট্যের কভু সঙ্গ নয় ॥
প্রণয় পরম নিধি দেবের দুর্লভ।
প্রণয়ী জানয়ে মর্ম্ম অন্যে অসম্ভব ॥
টাকা কিম্বা বাঁকা কেশ বিবিধ সুবেশ।
তাহে প্রেম আশা সুধু আশার আবেশ ॥
বঙ্কিম নয়নে কিম্বা স্মর শরাসনে।
বারাঙ্গনা অঙ্গনে কি পরাঙ্গনা সনে ॥
একে একে দেখ হেন যতেক সদন।
নহে নহে নহে তাহে নহে প্রেম ধন ॥
পবিত্র প্রণয়ি যুগ হৃদি সিংহাসনে।
সুখ সখী সহ প্রেম বিরাজে গোপনে ॥
সে উভয়ে সে উভয় বিনা নাহি জানে।
তৃণ জ্ঞান করে পর কটাক্ষের বাণে ॥
যে জানে স্বরূপ তার এমনি গুণে।
আর কি তাহার মন ব্যভিচারে টলে ? ॥
সুধা পানে সদা প্রাণ তৃপ্ত রহে যার।
গরল আস্বাদে কিসে স্বাদ হবে তার ॥

ভূলোকে প্রণয় ফুল যদি ফুল্ল হয়।
দ্যুলোক আভাস মৃদু তাহে বাস বয়॥
ধর্ম্মারণ্যে প্রেম পুষ্প চির সুখময়।
কলুষ কণ্টক তার ধারেও না রয়॥
দাম্পত্য পবিত্র পত্রে বেষ্টিত হইয়া।
স্থানে স্থানে আছে ফুল উল্লাসে মিশিয়া॥
প্রেমিক যুগল যদি পায় তার মধু।
পুন কি বাঞ্ছয় পর বধূ কিম্বা বঁধু॥
প্রাণে প্রাণে মনে মনে এক করে লয়।
তবেতো উপজে তায় প্রণয়ের লয়॥
দুই দেহে মধুর মিলনে এক প্রাণ।
না জানি কেমন রসায়নের সন্ধান॥
উদার স্বভাব যার রসপূর্ণ মন।
প্রেমরস বুঝে সেই সুরসিক জন॥
যে জন পেয়েছে তার প্রকৃত আভাস।
পরকীয় ঘৃণ্যরসে করে পরিহাস॥
কিন্তু প্রেমনিধি এথা নিতান্ত বিরল।
অনুষ্ঠান মাত্রে তার বাসনা বিফল॥
নষ্ট জনে নাহি জানে প্রণয়ের রীতি।
মুখের আরতি নয় সুখের পীরিতি॥

অনুকূল পতি সনে সতীর মিলন।
তাকেই প্রকৃত প্রেম কন বুধ গণ॥
সতী যদি মধ্যম নায়কে মিলে তবে।
তাকেও প্রণয় কয় সতীর গৌরবে॥
তাহা ছাড়া যাহা তাহা অজ্ঞ তুল্য রতি।
প্রেম জানে শ্রেষ্ঠপতি সুরসিকা সতী॥
সে প্রণয়ে কোন ছার জাতি কুল মান।
অনায়াসে তার লাগি দিতে পারি প্রাণ॥
সে প্রেমে যদি বা বৃথা-কলঙ্ক ঘটন।
প্রেমিক প্রমদা তাহা ভাবে অভরণ॥
তব উক্তিমতে হাবা বোকা মেয়ে যত।
প্রত্যেকেই তারা এই মত প্রেমে রত॥
পুরুষ মধ্যেও যারা পণ্ডিত প্রবীণ।
কিম্বা তব মতে যত হাবা অর্ব্বাচীন॥
এই মত প্রেম বশম্বদ সর্ব্বজন।
এই প্রণয়েরি ব্যাখ্যা কন কবিগণ॥
নাই ইথে আড় ঝাড় চোরা তাকাতাকি।
নাই ইথে নীতি নব নব আঁকা আঁকি॥
নাই ইথে পুরা ত্যজি নূতনে যতন।
নাই ইথে নূতন অথবা পুরাতন॥

নাই ইথে একের শতেক প্রাণনাথ।
নিমেষে নূতন প্রেম নূতনের সাথ॥
নাই ইথে একের সহস্র প্রিয়া সঙ্গ।
নাই ইথে টাকা দিয়া প্রেম কেনা ব্যঙ্গ॥
নাই পর ছলনায় ভুলিয়া নিপাত।
নাই নীতি দূতীর চরণে প্রণিপাত॥
নাই ইথে লাঠি শোঁটা কিল নাথী চড়।
প্রেমের চাপড় খেয়ে প্রাণে ধড় ্কড়॥
নাই ইথে গুপ্তাঘাতে খোলে রক্তপাত।
খাদ্যাসনে বিষপানে নিভৃতে নিপাত॥
পূর্ব্ব প্রিয়জনে করি গোপনে বিনাশ।
নাই ইথে পর সনে নব রসোল্লাস॥
ভ্রূণহত্যা নারী হত্যা নরহত্যা নাই।
এপ্রেমে ও সব সুখ কিছুই না পাই॥
আজন্মে একের সনে মধুর মিলন।
প্রাণ মন মূল্যে কিনে লওয়া প্রাণ মন॥
এই সে প্রকৃত প্রেম কিছুতে না টলে।
সর্ব্বত্র সকল কালে সমভাবে চলে॥
সম্পদের স্থলে কিম্বা বিপদের জলে।
অবস্থার অনিলে কি যন্ত্রণা অনলে॥

যখন যেরূপে থাকে নাহি ভাবান্তর।
প্রাণের অন্তরে নাহি মনের অন্তর॥
যখন অবস্থা বায়ু সুখাবহ রহে।
প্রতিক্ষণে মনোমত সুখবাস বহে॥
বৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য যখন আবাস।
হয় হস্তী দ্বারপালে বেষ্টিত উল্লাস॥
বাটী মধ্যে কোলাহল বহু সমাগম।
প্রতিক্ষণে লাভ হয় নূতন সম্ভ্রম॥
রূপসী প্রিয়সী অঙ্গে বিবিধ ভূষণ।
অলকা তিলকা সহ সুরঙ্গ বসন॥
অনুরাগে সদা তার সহাস্য বদন।
গৌরবে আনম্র রহে সলজ্জ নয়ন॥
তখন সে প্রিয়া প্রেমে প্রেমিক মোহিত।
উভয়ে পার্থিব সুখ পায় যথোচিত॥
কখন দুজনে মিলি বিভুগুণ গায়।
কখন নিযুক্ত রহে সংসার চিন্তায়॥
কখন অপত্যস্নেহে উভয়ে মিলিত।
কভু শাস্ত্র চিন্তা কভু মধুর সঙ্গীত॥
কখন নির্জনে দোঁহে নৃত্যগীত রঙ্গ।
কভু বা বিলাস সুখে কৌতুক প্রসঙ্গ॥

কখন বা আহরি চন্দন পুষ্পহার।
উভয়ে উভয়ে করে দেয় উপহার॥
কখন অলস বশে বাতাসে শয়ন।
কখন বা প্রেমরাগে নয়নে নয়ন॥
পলকে পলকে উঠে প্রণয় পুলক।
সুখভরা বোধ হয় সমগ্র ভূলোক॥
এমন সময়ে যদি অবস্থা পবন।
ঘূর্ণবেগে ভিন্নদিকে ফিরে ততক্ষণ॥
যদি বা সে বায়ুবেগে ঘটে বনবাস।
প্রকৃত প্রেমের তায় নাহি বৃদ্ধি হ্রাস॥
যে নয়নে মন হরেছিল সে সম্পদে।
এখনও সে আঁখি মন মোহিবে বিপদে।
সম্পদে বিচিত্র রম্য শয্যাতে শয়ন।
স্পর্শ সুখ সহ নিদ্রা যাইত দুজন॥
বনমাঝে তৃণশয্যা যদিবা ঘটন।
কিন্তু সেই স্পর্শ সুখ কেকরে হরণ॥
ভবনে বিবিধ গ্রন্থ আছিল সঞ্চয়।
বনে বনপত্র গ্রন্থপত্র সম হয়॥
ভবনে সাধনাকালে মিলিত যে সুখ।
কাননে সে সুখে কেবা করিবে বিমুখ॥

সম্পদে হৃদয়ে যাঁর ছিল আবির্ভাব।
বিপদে কি মনে তাঁর হইবে অভাব॥
অতএব প্রেমেমিলি প্রেমিক যুগল।
সেপ্রেমে এপ্রেমে তথা করয়ে সফল॥
বনফল বনফুলে আহার বিহার।
নির্ঝর নির্ম্মল নীরে তৃষার সুসার॥
উভয়ে মিলিয়া হেরে স্বভাবের শোভা।
আকাশের নির্ম্মলতা আদি মনোলোভা॥
কভু শুনে নির্ঝরের শব্দ ঝর ঝর।
কভু তরু পত্রাদির সর সর স্বর॥
বিবিধ বিহঙ্গরবে শ্রবণ যুড়ায়।
ভৃঙ্গকুল ঝঙ্কারে কোকিল কুহুগায়॥
শীতল বিমলবায়ু যুড়ায় শরীর।
তরল তরঙ্গ তায় বাড়ে তটিনীর॥
কখন বা গন্ধবহ মৃদুমন্দ বহে।
কমনীয় কানন কুসুম গন্ধ বহে॥
প্রকৃতি পুরাণগ্রন্থে পত্র অগণন।
প্রতিপাতে নীতিনব প্রীতি সংঘটন॥
নাহি ভুল, অপ্রভুল, নাহি তার ভুল।
আলোচনে অনুভব আনন্দ অতুল॥

প্রেমে মিলে প্রেমিক প্রমদা পায় সুখ।
প্রতিক্ষণে হেরি প্রকৃতির নবমুখ॥
এ হতেও হয় যদি অধিক দুর্দ্দশা।
উভয়ের কারাবাস সংঘটে সহসা॥
যদি তথা বন্দিভাবে রহিবারে হয়।
প্রণয় ভাবের তবু ভাবান্তর নয়॥
বিষাদ বদনে দোঁহে বন্ধনদশায়।
পরস্পরে পরস্পর মুখপানে চায়॥
স্বীয় স্বীয় দুখরাশি সমূলে ভুলিয়া।
দুখী রহে স্বধু প্রিয়জনের লাগিয়া॥
কিন্তু সেই দুখসনে আছে এক সুখ।
সুধুই প্রেমিক দেখে সে সুখের মুখ॥
প্রিয়সুখে সুখী হওয়া যদি সুখ হয়।
তার দুখে দুখী হওয়া তেমনি নিশ্চয়॥
দেখ না প্রণয়ীগণ প্রিয়জন লাগি।
সুখছেড়ে সুখে হয় বিপক্ষের ভাগী॥
রাজ্য কিম্বা ধন মান কিছুই না চায়।
প্রেমপথে যদি বাধা দেয় তা সবায়॥
বিমল প্রণয় পথে ধায় যেই জন।
দুখে দুখী হওয়া তার সুখ অভরণ॥

কভু সুখ কভু দুখ ক্ষিতির যে রীতি।
তাহে কি বিকৃতি পায় প্রকৃত পিরীতি॥
নবীন যৌবন বনে প্রেমিক যুগলে।
কেলীরসে কালহরে হরে কুতূহলে॥
সে সময়ে দম্পতির যদি কোন জন।
কর্ম্মসূত্রে হয় ব্যাধি কূপেতে পতন॥
আর সেই রোগ তার জনমে না সারে।
রহে চিররোগী জরা জীর্ণ কলেবরে॥
তা বলে কি তারে ত্যজে তার প্রিয়জন।
ভ্রমেও না ঘটে প্রেমে এরূপ ঘটন॥
তারি দুখে দুখী হয়ে জীবন কাটায়।
ইন্দ্রিয় লালসা হেতু অপরে না চায়॥
যে সুখ মিলিত তার পরশনে মিলে।
ইথে তার শতগুণ শ্রেষ্ঠ সুখ মিলে॥
ইহাহতে যদি ঘটে অধিক বেদন।
অকালে প্রাণের প্রিয় হারায় জীবন॥
তবু না প্রণয়ী কভু পরপানে চায়।
রাখিতে প্রেমের ধর্ম্ম সকলি খোয়ায়॥
কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হয়ে তার মন।
কদাচ অন্যের পানে না করে গমন॥

আমরণ স্মরে সেই প্রাণের প্রতিমা।
প্রকৃত প্রেমের হয় এমনি গরিমা॥
তখন সে মনে মনে ভাবে বা কখন।
হয়ত পুনশ্চ তারে পাবে দরশন॥
প্রেমযাহে এথায় সঁপিনু মনঃ প্রাণ।
আর কি কিছুই তার না পাব সন্ধান॥
প্রাণযাহে এথায় ভাবিত স্বীয়প্রাণ।
সে প্রাণে কি কোন খানে না পাবে এ প্রাণ
হয়ত বিধির বিধি হইবে এমন।
পুনরায় তারি সনে ঘটিবে মিলন॥
যদি কোন প্রাকৃতিক নিয়ম কৌশলে।
এই যে কল্পিত আশা যথার্থই ফলে॥
তবে বুঝি আর তাহে না হবে বিচ্ছেদ।
কর্ম্মের একতা হেতু না কাটিবে ভেদ॥
প্রণয় পবিত্র সুখে মিলিয়া দুজন।
ক্রমে লোক লোকান্তর করিব ভ্রমণ॥
অবশেষে সেই কাল আসিবে যখন।
(যদি সত্য হয় বুধগণের বচন)॥
জীবের উদ্দেশ্য সব হবে সমাপন।
হইবে তাহাতে লয় যাহাতে জনম॥

সে চরমকালে দোঁহে একত্রে মিলিয়া।
আনন্দে পরমানন্দে যাব মিশাইয়া ॥
এমত কল্পনা পথে সে বিয়োগীজন।
কতসুখ মনোরথ করে আনয়ন ॥
কিন্তু কভু পর আশা হৃদয়ে না আনে।
হেন প্রেমে প্রেমবলি প্রেমিক বাখানে ॥
অতএব রাজসুত করি নিবেদন।
লাম্পট্য ছাড়িয়া জান প্রেম বিবরণ ॥
বিশেষতঃ তোমারে পতির বন্ধু জানি।
সে সম্পর্কে তোমায় বান্ধববলে মানি ॥
এই কি বান্ধবকার্য্য সাধিবে রাজন্।
নারীর সতীত্ব নিধি করিবে হরণ ॥
অতএব চরণে ধরিয়া করি নতি।
কর কৃপা বিতরণ অধীনীর প্রতি ॥
এতসব বলি সতী নীরব হইল।
কুমারের কিন্তু তাহে মতি না ফিরিল ॥
ভিন্ন দিকে হেলি দৃঢ় হয়েছে যে শাখা।
টানায় কি আর তায় যায় সোজা রাখা ? ॥
সমূলে গিয়াছে যার স্বভাবের বল।
রথাতায় কারিগুরি বিজ্ঞান কৌশল ॥

লুক্রিসিয়া যতক্ষণ রাজকুমারকে এই প্রকার বুঝাইলে রাজকুমার ততক্ষণ অন্যমনস্ক ছিলেন ; বরঞ্চ শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে তাঁহার কথার শেষ হইয়া যায় এই জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে ছিলেন সুতরাং লুক্রিসিয়ার সুদ্ধ অরণ্যে রোদন হইল। এইক্ষণে তাঁহার কথার শেষ হইলেই কুমার অধিক আগ্রহতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনশ্চ তাঁহার চিত্তাকর্ষণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কুমারের এতক্ষণ, অন্যদিকে ছিল মন,
এসব কথন না বুঝিল।
মদনে উন্মত্তচিত, কেবা চিন্তে হিতাহিত ?,
হিতোক্তিতে বধির রহিল ॥
যতক্ষণ সেই সতী, কহিলেক এ ভারতী,
পাপমতি রহিল নীরবে।
কেবলি চিন্তিল মনে, স্বকার্য্য সাধে কেমনে,
কতক্ষণে বাঞ্ছা পূর্ণ হবে ॥
হায় একি চমৎকার !, সাধ করে আপনার,
বাদসাধে যত অভাজন।
হিতকথা সে সময়, কিছুই না মনে লয়,
হয় যথা কাননে রোদন ॥

অবশেষে দুরাচার, আশাবশে পুনর্ব্বার,
কত মত মিনতি করিল।
ক্রমে ক্রমে স্মরভরে, থর থর কলেবরে,
যুবতীর চরণে ধরিল॥
সতী কাঁপে থর থর, বলে "নৃপ সর সর,
কি কর কি কর কামভরে।
ধরি নরকলেবর, এ কেমন কার্য্যকর,
পর-মহিলায় বাঞ্ছা করে॥
ভেবে দেখ মনে মনে, যদি কোন নট জনে,
তব গৃহে আচরে এরূপ।
স্বরূপ বল আমায়, কিরূপ ভাবহ তায়,
দণ্ড তারে দেহ-বা কিরূপ?॥"
রাজপুত্র ক্ষুণ্ণ মনে, পুনশ্চ বসি আসনে,
করিতে লাগিল কত নতি।
বলে "তব বিদ্যমান, এখনি ত্যজিব প্রাণ,
যদি প্রিয়ে না রাখ মিনতি॥"
সতী কহে "রাজসুত, হলেম বিস্ময়যুত,
কি অদ্ভুত শুনি তব বাণী।
এ ছার পাপের আশে, আত্ম নাশিবে অনাসে
জানিলাম ভাল বট জ্ঞানী॥

দেখাইলে বিলক্ষণ, কুপথে সুদৃঢ় মন,
দৃঢ়পণ বটে এরি নাম।
লোকে পেতে পারে দীক্ষা, মন্দ হতে ভাল শিক্ষা,
আমিও কিঞ্চিৎ লইলাম॥
অর্থাৎ কলুষ আশে, যদি তুমি অনায়াসে,
দেহ নাশে হইলে সম্মত।
ধর্ম্ম রক্ষা পণ যার, অধিক উচিত তার,
সে পক্ষেতে হওয়া এই মত॥
অথবা শুনহ সার, পাপীদের অধিকার,
কখনই নাহি হেন পণে।
যাঁরা ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁদেরি সাজে এ পণ,
ধর্ম্মনাশে নাশিতে জীবনে॥
তুমি বল কি প্রয়াসে, আপনার অসু নাশে;
অনাসেই হইলে উদ্যত।
এথায় মরণ লাভ, তথা ততোধিক লাভ,
ঘোরতর নিরয় নিরত॥
কিন্তু হে ভেব না মনে, তোমার এ ছারপণে,
রমণী ত্যজিবে ধর্ম্ম ধন।
একেলা কি কর রঙ্গ, এব্রত নহিবে ভঙ্গ,
যদি লুক্ রাজা করে পণ॥"

এত শুনি রাজসুত, হইল বিস্ময়যুত,
ভাবে ‘একি কঠিনা কামিনী।
কিছুতেই নাহি টলে, না হইবে কোন ছলে,
পর সঙ্গে অনঙ্গ গামিনী॥’
এতভাবি পুনরায়, সবিনয়ে কহে তায়,
“শুন ধনি শেষের বচন।
করি তব রতি আশ, এসেছি হে তব বাস,
রসবতি না কর বঞ্চন॥”
এতবলি পাপমতি, উঠে অতি দ্রুতগতি,
যুবতীর নিকটে আইল।
অবলা বিমলা বালা, সভয়া হয়ে বিহ্বলা,
চীৎকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল॥
ইহা দেখি দুরাশয়, গণিল বিষম ভয়,
দাস দাসী গণ পাছে জাগে।
অতএব দুরাচার, করে লয়ে তরবার,
ধরিল সতীর পুরোভাগে॥
ইহা দেখি লুক্রিসিয়া, ধৈর্য্য হয়ে বিনাইয়া,
রাজপুত্রে কহিছে বচন।
“শুন শুন মহারাজ, বিলম্বে নাহিক কাজ,
দ্রুত কণ্ঠ করহ ছেদন॥

ক্ষিতিতে যতেক ভয়, সর্ব্বোপরি মৃত্যু ভয়,
সেই ভয় যদিচ সম্মুখে।
তা বলে নৃপনন্দন !, না দিব সতীত্ব ধন,
দিলাম জীবন লহ সুখে ॥,,
কহে তবে দুষ্টমতি, "স্বরূপ শুনহ সতী,
সুধু না নাশিব তব দেহ।
রটাব কেন কুযশ, কুস্থ গাবে দিগ্ দশ,
সতী বলি না জানিবে কেহ ॥
তব পিতৃকুলে সবে, হেঁটমাথা হবে তবে,
পতি তব রবে বোবা হয়ে।
বাঁচিবেক যত দিন, দহিবেক তত দিন,
বিষময় বিষম বিস্ময়ে ॥
এই করিয়াছি ধার্য্য, এখনি সাধিব কার্য্য,
এনে এক কিঙ্কর তোমার।
রেখে তব পার্শ্বদেশে, দোঁহারে কাটিয়া শেষে
গোচর করিব সবাকার ॥
নষ্টমতি লুক্রিসিয়া, ভৃত্যকে হৃদয়ে নিয়া,
শুয়ে ছিল অনঙ্গ প্রসঙ্গে।
দেখে হেন ব্যবহার, করিয়াছি প্রতীকার,
দুজনায় বধে এক সঙ্গে ॥

অতএব লুক্রিসিয়ে, কেন এ কলঙ্ক নিয়ে,
প্রাণেহারা হবে এই মত।
এখনো সুযুক্তি ধর, ধর্ম্ম কথা পরিহর,
রতি সুখে হর্ষে হও রত॥”
একথা শুনিয়া ধনী, শিহরে প্রাণে অমনি,
বাজসম বাজিল পরাণে।
কোন রাহা নাহি পায়, দুকূল হারার প্রায়,
অকুলের ভীষণ তুফানে॥
সর্ব্বোপরি হলো ভয়, পাছে বৃথা দগ্ধ হয়,
প্রাণেশের সরল হৃদয়।
মাতা পিতা কি ভাবিবে, প্রতিবাসী কি বলিবে,
কি কবে সুজন সমুদয়॥
অনায়াসে যেই ধনী, প্রাণভয় তুচ্ছগণি,
সতীত্বের রাখিল গৌরব।
একপ কলঙ্ক ভয়ে, চিত্তহারা প্রায় হয়ে,
ম্লানমুখী রহিল নীরব॥

রাজকুমার লুক্রিসিয়াকে এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন
দেখিয়া বলপূর্ব্বক স্বীয় বিভৎস মনোরথ
সফল করিলে পর লুক্রিসি-
য়ার খেদোক্তি।

অন্তরে বাড়িছে খেদ, মরম হতেছে ভেদ,
বলে ধিক্ ধিক্ এসংসারে।
ধিক্ নর কলেবরে, ধিক্ যত সুধীবরে,
ধিক্ ধনী মানী সবাকারে॥
ধিক্ গ্রন্থ অগণন, ধিক্ উপদেষ্টাগণ,
ধিক্ শিক্ষা বক্তৃতা আদেশে।
ধিক্ থাক্ নৃপগণে, ধিক্ রে রাজ্যশাসনে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রোমদেশে॥
ধিক্ সভ্য জনপদে, ঘটে যাহে পদে পদে,
এই মত যাতনা অপার।
ধিক্ সামাজিক ধর্ম্মে, ধিক্ ঐক্যতার মর্ম্মে,
সকলি মনের চোক্‌ঠার॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ক্ষিতি, এই কি তোমার রীতি,
নিতি নিতি সুনীতি শিখিছ।
প্রাচীনা হতেছ যত, নূতন নূতন তত,
অপমার্গ প্রকাশ করিছ॥

গত হল এতদিন, কবে হবে শুভদিন,
দিন দিন দেখি হীন ঠাট।
ভব সভ্য পুত্রগণ, যেবা যাহা করে পণ,
সকলি মুখের নালসাট॥
সবাই বিলাসে রত, স্বার্থ চিন্তে অবিরত,
ধর্ম্মপথে কেবা করে দৃষ্টি।
মোহবশে রহে ভুলে, নাহি দেখে আঁখি তুলে,
থাক্ আর যাক্ এই সৃষ্টি॥
কোন সাধু কদাচিত, সাধিতে ক্ষিতির হিত,
একাকী করেন প্রাণপণ।
তাহে অল্প ফলোদয়, অল্পই সপক্ষ হয়,
বিপক্ষতা করে সর্ব্বজন॥
যাহা হক্ শতবার, তাঁসবারে নমস্কার,
কিন্তু কিছু না দেখি উপায়।
কেমনে বিস্তীর্ণ ধরা, হবে সত্য সুখভরা,
ভাবিলে হুতাসে প্রাণ যায়॥
রহিল সে আকিঞ্চন, শ্রবণ কর জীবন,
পলায়ন করি প্রাণলয়ে।
তুমিও পঞ্চধা হও, হেন স্থানে কেন রও,
এতাধিক প্রেতাচারি সয়ে॥

শুন গো মা বসুন্ধরা, নমস্কার লও ত্বরা,
হলেম বিদায় এইক্ষণে।
ধরিয়াছ বহুদিন, করেছি অনেক ঋণ,
কিছুদিন রেখো কিন্তু মনে ॥
এতবলি বিনোদিনী, অবসাদে বিষাদিনী,
চক্ষুজলে বক্ষ ভেসে যায়।
বলে কোথা পরমেশ, এই দশা হলো শেষ,
শেষে কিবা নাহি জানি হায় ॥
লেখনী কহিছে ধনি, করোনা সংশয় ধ্বনি,
তব দুখে হৃদি বিদরয়।
সর্ব্বদর্শী পরমেশ, রক্ষা করিবেন শেষ,
ইথে আর কি কর সংশয় ॥

পরদিবস প্রভাতে রাজকুমারের আতি-
য়ার শিবিরে প্রস্থান।

অবশেষে রসরাজ নিশি শেষে উঠিয়া।
আলু থালু বেশ ভূষা আধ আধ পরিয়া ॥
মদ ঘোরে পদ সরে শির পড়ে টলিয়া।
কাম নিদ্রা ভঙ্গ হলো বহির্ভাগে আসিয়া ॥

তনুবনে অনুতাপ অগ্নিশিখা জ্বালিয়া।
চলিলেন শূন্যহৃদে ভয়দণ্ডে মিশিয়া॥
কামিনীর কমনীয় ধর্ম্মনিধি হরিয়া।
সঘনে শীৎকারে হৃদি স্বীয় কার্য্য স্মরিয়া॥
মনে ভাবে লুক্রিসিয়া না কহিবে স্ফুরিয়া।
আপন কলঙ্ক কেবা কবে মুখ ফুটিয়া॥
লেখনী কহিছে ইথে সবিষাদে হাসিয়া।
থেকোনা লম্পটরাজ সে বিশ্বাসে ভুলিয়া॥
অবশেষে নৃপসুত হয়োপরি চাপিয়া।
কলুষের ম্লানচিহ্ন মুখমাঝে ধরিয়া॥
চলিলেন সারাপথ গত কথা ভাবিয়া।
সন্দেহ সন্ত্রাস সনে জড়ীভূত হইয়া॥
সুধামাখা বিষপানে হৃদি প্রাণে চলিয়া।
আর্ডিয়ার শিবিরেতে উপনীত আসিয়া॥

লুক্রিসিয়ার পতি ও জনকের নিকট পত্র প্রেরণ এবং তাঁহাদিগের লুক্রিসিয়ার ভবনে যাত্রা।

এথা লুক্রিসিয়া ধনী, হারায়ে সতীত্বমণি,
মণিহারা ফণীর সমান।

বিষাদে ম্লান আনন, সলিল পূর্ণ নয়ন,
ক্ষণে জ্ঞান ক্ষণেক অজ্ঞান ॥
মুদিত মুখ কমল, স্তব্ধ অঙ্গাদি সকল,
কখন বা প্রবল হুতাশ।
হাহারবে হৃদি দহে, তিলেক সুস্থির নহে,
মুহুর্মুহু বহে দীর্ঘশ্বাস ॥
প্রভাত দেখি যামিনী, অধীরা হলো কামিনী,
প্রাণকান্তে দিতে সমাচার।
পাঠায়ে ভৃত্যজনেক, লিখিল পত্রিকা এক,
এই মাত্র আভাস তাহার ॥
কোথা আছ প্রাণেশ্বর, হৃদি মম জর জর,
যন্ত্রণা সহিতে নারি আর।
পড়িয়া ঘোর বিপদে, মিনতি তোমার পদে,
দেখামাত্র দিবে একবার ॥
বিলম্ব না সহে আর, রহে না প্রাণ আমার,
দেখা দিয়া রাখ সখা ধর্ম্ম।
শূন্যাকার হেরি ধরা, জিয়ন্তে হয়েছি মরা,
হারায়েছি ধীরতার বর্ম্ম ॥
সম্মুখ হয়েছে কাল, আছি মাত্র ক্ষণকাল,
চাহিয়া ত্বদীয় চন্দ্রানন।

যদি প্রিয় থাকে মনে, দর্শন দিবে এক্ষণে,
অন্তিমেতে এই আকিঞ্চন ॥'
অতঃপর সেই সতী, করিয়া বহু মিনতি,
পত্র লেখে পিতার সদনে।
'ত্বদীয় করুণাবলে, জন্মিয়া এ ভুবনতলে,
নানাজ্ঞান করেছি অর্জন ॥
স্নেহ সহ অহরহ, পালিয়া যতন সহ,
শ্রেষ্ঠ করে করেছ অর্পণ।
এবে সেই পাপীয়সী, মাখিয়া কলুষ মসী,
কাল জলে হবে বিসর্জন ॥
এসময় স্নেহমনে, আরেক মম ভবনে,
যদি তাত কর আগমন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কৃপা করি অসময়,
জন্মশোধ দেহ দরশন ॥'
এথা কোনেষ্টাইনস্, অন্তরে হলো অবশ,
পাঠমাত্র প্রেয়সীর উক্তি।
না জানেন কোন কথা, হৃদয়ে লাগিল ব্যথা,
একবারে হারালেন যুক্তি ॥
মনে ভাবে একি দায়, কি বিপদ হলো তায়,
সরলা সে সদা নম্রমুখী।

কলহে নাহিক যায়, পরপানে নাহি চায়,

কি লাগিয়া এতেক অসুখী ॥

শারীরিক রোগ নয়, এতেক তাহে না হয়,

এযে দেখি অন্তর অনল।

বুঝি কোন খলে ছলে, কৌশল অথবা বলে,

শ্বেত অঙ্গে দিয়াছে কজ্জল ॥

চিন্তিতে চিন্তিতে হেন, চঞ্চল কপোত যেন,

চলিলেন গৃহ অভিমুখে।

ব্রুটস্(১) বিষণ্ণ মনে, মিলিলেন তাঁরি সনে,

দুঃখিত হইয়া তাঁর দুখে ॥

(১) বটসের আর একটী নাম লুসিয়স্ জুনিয়স্। ইহার পিতা মার্কস্ জুনিয়স্ রোমের মধ্যে এক জন প্রধা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদিগের সহিত রোমরাজ অঃ ক্ষারী টার্কুইনের অতিনৈকট্য সম্বন্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা নিষ্ক ণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবার মানসে লুসিয়স্ জুনিয়সে পিতা ও ভ্রাতার প্রাণবধ করে এবং তাহাকে বাতুলের ম দেখিয়া বুটস্ অর্থাৎ জড়, এই নাম দিয়া আপনার বা টীতে আনিয়া রাখে। তদবধি সকল লোকেই ইহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া জানিত এবং রাজাও তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহা করিত।

শ্রেষ্ঠ অশ্ব আরোহণে, চলিলেন দুই জনে,
উৎকণ্ঠায় বিষণ্ণ বদন।
পথমধ্যে যেতে যেতে, দেখিলেন সম্মুখেতে,
হয়োপরি আরো দুই জন॥
নিকট হইয়া পরে, দেখিলেন অশ্বোপরে,
লোপিউরস্ শ্বশুর তাঁহার।
সঙ্গে এক পরিজন, ভেলারস্ সে সুজন,
উভয়েই বিষণ্ণ আকার॥
চারি জনে এক সঙ্গে, মিলিয়া দুঃখ তরঙ্গে,
তুলিলেন সম্মুখ প্রসঙ্গ।
কেহ না জানেন স্থির, কি লাগিয়া সে সতীর,
এতধিক হল মনোভঙ্গ॥

আত্মীয়গণের নিকট লুক্রিসিয়ার আত্মবিবরণ
প্রদান ও খেদ।

অতঃপর চারিজনে, চলিয়া দ্রুত গমনে,
সে ভবনে হন উপনীত।
প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে, সহসা না কথা স্ফূরে,
বসে সবে হয়ে সবিস্মিত॥

দাস দাসী পুরজন, সবে বিষণ্ণ বদন,
জড় সড় কথা নাহি মুখে।
সে ধনী বিষাদ ভরে, বসি তমোময় ঘরে,
আঁখিধারা ত্যজে মনোদুখে॥
দেখিয়া তাঁদের মুখ, দ্বিগুণ বাড়িল দুখ,
বুক ফাটে কথা নাহি সরে।
প্রখর অন্তর তাপে, নবীনা কামিনী কাঁপে,
জর জর সন্তাপের জ্বরে॥
দেখিয়া সতীর গতি, তাপিত হইয়া অতি,
কহে সবে প্রবোধ বচন।
সতী কহে শোকস্বরে, "নারী কলেবর ধরে,
হারায়েছি ধর্ম্মের ভূষণ॥
কি লাগিয়া বল আর, শান্ত কর বার বার,
না রাখিব এছার জীবন।
খোয়া গেছে ধর্ম্ম যার, কি সুখ এ প্রাণে তার,
পাপ ভার বহা অকারণ॥
দেখ মম প্রাণেশ্বর, অপবিত্র কলেবর,
অবস্থিত তোমার সম্মুখে।
দেহ স্রোতে পাপ জল, করিতেছে টলমল,
প্রাণ পাখী ডুবে মনোদুখে॥

তোমার এ প্রিয়দেহ, ছিল যাহে এতস্নেহ,
এবে সেহ পর-কলঙ্কিত।
কিন্তু মমাধীন মন, জানেন বিশ্বজীবন,
তোমা হতে নহে বিচলিত॥
শুন মম সমাচার, গতরাত্রে দুরাচার,
সেক্‌শটস্‌ আছিল এভবনে।
করিয়া আতিথ্য ছল, হরিয়া সতীত্ব বল,
প্রস্থান করেছে হৃষ্টমনে॥"
বলিতে বলিতে বালা, উথলে সন্তাপজ্বালা,
মুখে নাহি স্ফুরে কথা আর।
ছল ছল দুনয়ন, স্ফীত রক্তিম বদন,
ঝর ঝর বহে অশ্রুধার॥
শুনে ক্রোধে গর গর, কাঁপে সবে থর থর,
বলে "রহ রহ কহ ধীরে।"
কহে সবে সখী প্রতি, "ধর ধর দ্রুতগতি,
অনিল ব্যজন কর শীরে॥"
ক্ষণেকে বাঁধিয়া মন, বসনে মুছি নয়ন,
পুন সতী কহিতে লাগিল।
"কি কব অধিক আর, লইয়া কলঙ্কভার,
লুক্রিসিয়া বিদায় হইল॥

কিন্তু সবে রেখো মনে, দুরাচার এভবনে,
করিল যেরূপ অত্যাচার।
যদি থাকে মনুষ্যত্ব, জানিয়া বিশেষ তত্ত্ব,
"সমুচিত করো প্রতীকার ॥"
এতেক কহিয়া ধনী, বসনে ঢাকে অমনি,
ঝর ঝর আরক্ত লোচন।
চিতহারা দেখি তবে, কহে সবে ক্ষুন্নরবে,
কত মত প্রবোধবচন ॥
ক্ষণপরে সর্ব্বজন, বাহিরে করে গমন,
পতি আর সতী তথা রহে।
ক্ষণেক মৌনের পরে, যুবতীর করে ধরে,
অনুকূল পতি কথা কহে ॥
পরশে পতির কর, অন্তর সন্তাপজ্বর,
সতীর বাড়িল শতগুণ।
বলে "মম প্রাণেশ্বর।, ছুঁয়োনা এ কলেবর,
পূর্ণ ইথে পাপের আগুন ॥,,
কোলেটাইনস্ ধীর, কহে "প্রিয়ে! হও স্থির,
ক্রন্দন করহ সম্বরণ।
প্রতিজ্ঞা তোমার স্থানে, সেজনে নাশিব প্রাণে,
বরঞ্চ ত্যজিব এ জীবন॥

সম্প্রতি সুস্থির হও, বিশেষ বৃত্তান্ত কও,
আদ্যোপান্ত করিব শ্রবণ।,,
লুক্রিসিয়া অতঃপরে, কষ্টে শ্রেষ্ঠে ধৈর্য্য ধরে,
সমুদায় করিল বর্ণন॥
শুনে কোলেটিন্ কয়, "তব অপরাধ নয়,
তবে কেন ত্যজিবে জীবন।
ক্রোধকরে চৌরপর, ত্যজিবে এ কলেবর,
বল একেমন আচরণ?"

লুক্রিসিয়া; সতীত্ব ভঙ্গের পর এতক্ষণ আপ-
নার জীবন ধারণ করিবার কারণ
বর্ণন করিতেছেন।

লুক্রিসিয়া বলে নাথ " লহ অবধান।
গতরাত্রে সেই কালে ত্যজেছি এ প্রাণ॥
যখন কহিল দুষ্ট অসি করি করে।
'নিরোধ করহ যদি নাশিব স্বকরে'॥
আমি কহিলাম কণ্ঠ করহ ছেদন।
ধর্ম্মথাক্ প্রাণযাক্ কি তাহে বেদন॥
দুষ্টবলে ' ধর্ম্ম যাবে প্রাণ হারাইবে।
লাভে হতে দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে॥

অনেক ভৃত্যের সহ তোমায় নাশিব।
ছলে তব অপরাধ প্রকাশ করিব॥'
আমি ভাবিলাম তাহে কি দোষ আমার।
অনিচ্ছায় ধর্ম্মনাশ হবে না আত্মার॥
বটে তাহে এই দেহ অপবিত্র হবে।
কিন্তু তাহে মম আত্মা আর না রহিবে॥
অপবিত্র দেহ হবে মাটিতে পতন।
স্বস্থানে আমার আত্মা করিবে গমন॥
জানিবেন যিনি এ বিশ্বের মূলাধার।
মনলয়ে তাঁর ঠাঁই হইবে বিচার॥
অতএব সেই কালে ত্যজেছি জীবন।
আছিমাত্র কহিবারে এই বিবরণ॥
প্রকাশ না করি যদি ত্যজিতাম দেহ।
সত্যাসত্য সবিশেষ না জানিত কেহ॥
বিশেষতঃ খলের না হৈত প্রতীকার।
না ঘুচিত সমাজের হেন অত্যাচার॥
তবহৃদে চিরদিন থাকিত সংশয়।
কিছুতেই সে কণ্টক না হইত ক্ষয়॥
প্রকৃত প্রেমের হেন নহে আচরণ।
কি কারণে তব মনে দিব সে বেদন॥

রাখিতে প্রেমের ধর্ম্ম রেখেছি এপ্রাণ।
মৃত্যুহস্ত হতে কিন্তু নাহি পরিত্রাণ॥
কালসহ সন্ধিকরি আছি ক্ষণকাল।
সন্ধিভঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ হবে পাপজাল॥
অতএব অনুরোধ বৃথায় এখন।
গতরাত্রে মৃত্যুকরে সঁপেছি জীবন॥,,
কোলেটাইনস্ বলে " বুঝিলাম কথা।
সম্মুখ আদর্শে দেখ প্রতিরূপব্যথা॥
কিন্তু জীবনান্তে এর প্রায়শ্চিত্ত নয়।
অন্য প্রায়শ্চিত্তে হবে এ পাপের ক্ষয়॥"
লুক্রিসিয়া বলে নাথ "কি দেহ বিধান।
ধর্ম্ম যার গেছে তার কি আর এ প্রাণ॥
যে ধন গিয়াছে আর ফিরে না পাইব।
কলুষিত-কলেবর কি লাগি রহিব॥
কোলেটাইনস্ কহে শুন প্রাণপ্রিয়ে।
ত্যজিবে নির্দ্দোষ কান্ত কিসের লাগিয়ে॥
রাখিতে প্রেমের ধর্ম্ম রেখেছ জীবন।
কুসংশয়ে পাছে ক্ষুণ্ণ হয় মম মন॥
কিন্তু তবে কি প্রকারে ত্যজিবে জীবন।
তাহে কি আমার হৃদে না হবে বেদন?॥"

লুক্রিসিয়া ইথে কথা কহিতে নারিল।
প্রখর সন্তাপে যেন জ্বলিতে লাগিল॥
কহে “নাথ! ক্ষণে ক্ষণে শিহরে হৃদয়।
অচিরে চির বিচ্ছেদ হইবে উদয়॥
কিন্তু নাথ প্রজ্ঞাবলে দূরকর খেদ।
ক্ষণেক সুস্থির মনে ভেবে দেখ ভেদ॥
যরার প্রণয় যদি চিরস্থায়ী হয়।
এদেহ পতনে তার না হইবে লয়॥
জড় পুঞ্জ ত্যাগে তার ধ্বংশ কেন হবে।
চিরস্থায়ী আত্মা সহ চির দিন রবে॥
পুনশ্চ মিলন দোঁহে হবে লোকান্তরে।
ঐশিক কৌশলে লবে আকর্ষণ করে॥
ধর্ম্ম যথা জীবাত্মার সহ গামী হয়।
তেমতি প্রকৃত প্রেম রহিবে নিশ্চয়॥
ক্ষিতিতে মিলেছি দোঁহে যাঁহার ইচ্ছায়।
তাঁহার নিয়মে পুন মিলিব তথায়॥
এখানে এ প্রেমে দোঁহে দেছেন যে সুখ।
কেন করিবেন পুন সে সুখে বিমুখ॥
বিশেষে এ প্রেম তৃষা রহিল আত্মার।
সে আশা কি পরিপূর্ণ না হইবে আর॥

মনে লয় এমন না হবে তাঁর বিধি।
ধ্বংশ হবে সমূলে প্রস্তুত প্রেম নিধি॥
ঘটিবে মিলন পুন ছেন মনে লয়।
অবশেষে দোঁহে মিলে হব তাঁহে লয়॥
ঐশিক বিধান যদি এই মত হয়।
তবে কেন ক্ষণেক বিচ্ছেদে ভাব ভয়?॥
কিন্তু যদি অন্যমত হয় তাঁর বিধি।
দেহ ভঙ্গে যদি নষ্ট হয় প্রেমনিধি॥
তবে সে প্রেমের লাগি বৃথায় বিষাদ।
অনিত্য অলিক রস কি তার আস্বাদ?॥
সুখ স্বপ্ন সম যাহা ক্ষণে হয় লয়।
তাহে দৃঢ় অনুরাগ উপযুক্ত নয়॥
মায়া বশে যদি অদ্য রাখি এই প্রাণ।
কালের কবলে তায় নাহি পরিত্রাণ॥
আজি কালি কিম্বা দশ দিন পরে হয়।
বিচ্ছেদ বেদনা নাথ ঘটিবে নিশ্চয়॥
তবে কেন কলঙ্ক কণ্টক বিদ্ধ রয়ে।
রহিব পাপের ভার অপবিত্র হয়ে॥
যে অবধি জ্ঞান লাভ করেছি ধরায়।
কণামাত্র কলুষাগ্নি না পড়েছে গায়॥

সে অনলকুণ্ডে পড়িয়াছি একেবারে।
কিছুতেই প্রবল সে জ্বালা না নিবারে॥
বিক্ষিপ্ত হয়েছে চিত্ত বিচলিত জ্ঞান,
জিয়ন্তে হয়েছি মরা বৃথা আছে প্রাণ॥
অতএব প্রাণনাথ ক্ষম অপরাধ।
পুন যদি দেখা হয় পূরাইব সাধ॥”
বলিতে বলিতে বালা সলিলে তিতিল।
অনিবার আঁখি-ধার ঝরিতে লাগিল॥
বিগলিত হলো কোলেটাইনসের মন।
কিছুতেই আঁখি নীর না হয় বারণ॥
পতি সহ সতী হেন করিছে রোদন।
লেখনী দেখিয়া দুঃখে হইল পতন॥

লুক্রিসিয়ায় আত্ম বিনাশ।

জ্বরিয়া সন্তাপ জ্বরে, কোলেটীন ক্ষণ পরে,
শ্বশুরাদি সবায় ডাকিল।
ক্ষুণ্ণ মনে পরস্পরে, কথা কহি মৃদুস্বরে,
আত্ম-নাশ আশঙ্কা করিল॥
তুষিতে তাপিত মন, কহে প্রবোধ বচন,
কিন্তু সব হইল বিফল।

বস্ত্র মধ্যে অস্ত্র ছিল, সতী দ্রুত টেনে নিল,
হৃদয়ে বিন্ধিল করি বল ॥
টুটিল হৃদয় তার, ছুটিল রুধির ধার,
হাহাকার উঠিল অমনি।
চতুর্দ্দিকে হায় হায়, কোলেটীন শব প্রায়,
সখী গণ লোটায় ধরণী ॥

উপসংহার।

চতুর্দ্দিক্ হইতে এইরূপ হাহাকার ও ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিতেছে, এমত কালে ব্রুটস্ মৃত লুক্রিসিয়ার নিকটস্থ হইয়া তাহার বক্ষ বিদ্ধ সেই শোণিতাক্ত ছুরিকা উত্তোলন করতঃ নভোমার্গে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন।

"হে উচ্চলোক বাসী আত্মা সকল! হে বৃন্দারকগণ! তোমাদিগের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে দুরাত্মা এই পবিত্রা লুক্রিসিয়ার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, এবং তাহার এই শোকাবহ মৃত্যুর প্রতি কারণ হইয়াছে, আমি এই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার প্রতিশোধ ব্রতে ব্রতী হইলাম। এই মুহূর্ত্ত হইতে টাকুইনস্ এবং তাহার কলু-

ষিত পরিবারের প্রকাশ্য শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইলাম এবং এই মুহূর্ত্ত হইতে স্বদেশের অধীনতা নিবারণ ও প্রকৃত হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। যে অবধি এ নগরের এরূপ অত্যাচার নিরাকরণ করিতে না পারি; যে অবধি দুরাত্মা টার্ক্‌ইনকে সবংশে নিপাতিত করিতে সক্ষম না হই, তদবধি আমার আত্মার আর সুস্থিরতা নাই। হে বৃন্দারক গণ! যে পর্য্যন্ত আমার এই অবিনশ্বর দেহে শ্বাস প্রশ্বাসের সঞ্চার থাকিবে, তদবধি আমি এই ব্রত সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না।" ব্রুটস্ সর্ব্ব সমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইলেন, এবং সমাগত প্রতিবেশী ও লুক্রিসিয়ার স্বজনগণের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার কহিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! এইক্ষণে রোদন কিংবা আক্ষেপ প্রকাশ করা বিফল বরং তাহা কাপুরুষত্ব; যে পর্য্যন্ত এই অত্যাচারের প্রতিবিধান সমাধা না হয়, তদবধি এই হৃদয়-বিদারক ব্যাপারের নিমিত্ত মনকে অধিক সন্তাপ প্রকাশ করিতে অবসর দেওয়া যাইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি সম্মুখস্থ ব্যক্তিগণের হস্তে সেই ছুরিকা অর্পণ করতঃ

তাঁহাদিগকে তদনুরূপ শপথ করিতে অনুরোধ করিলেন।

এইক্ষণে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার তত্রত্য দর্শকগণের দৃষ্টিপথে উদিত হইল (১)। অর্থাৎ ব্রুটস্কে এ পর্য্যন্ত সকলে ক্ষিপ্ত এবং জড়বৎ

(১) ব্রুটস্ আপনাকে ক্ষিপ্ত ও জড়বৎ দেখাইতেন বলিয়া, বাস্তবিক তিনি তদ্রূপ ছিলেন না। দুরাচার টার্কুইন তাঁহার পিতা ও ভ্রাতার শিরশ্ছেদ করাতে তিনি আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে ঐ রূপ ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ঐ দুরাচার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি ইচ্ছা করিয়াই সকল লোকের নিকট বাতুলতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেন। অত্যাচারী রাজবংশের উচ্ছেদার্থে ও স্বদেশের হিতসাধনার্থে তাঁহার মনে মনে চিরকাল একটী অভিসন্ধি ছিল কিন্তু তাহার কোন পথ না পাইয়া তিনি এতদিন সমুদায় উপদ্রব সহ্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে লুক্রিসিয়ার সতীত্ব ভঙ্গ রূপ সুযোগ পাইয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করত আপনার প্রকৃত স্বভাবে প্রকাশ পাইলেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তিকে সকলে জড় বলিয়া উপেক্ষা করিত এক্ষণে তাঁহাকেই স্বদেশের অত্যাচার নিবারণার্থে ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে সর্ব্বলোক সমক্ষে অসমোৎসাহের সহিত এতদ্রূপ বক্তৃতা করিতে দেখিয়া সকলে এককালে মোহিত ও বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইল এবং টার্কুইনসের অত্যাচারই যে তাঁহার আত্মগোপনের কারণ তাহাও সকলে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিল।

বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে তাহার মুখ হইতে সহসা এপ্রকার মনুষ্যত্বের কথা শ্রবণ করিয়া সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন; যাহা হউক তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকেই সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া আন্তরিক আগ্রহতার সহিত রাজকুলের উন্মূলনার্থ তদ্রূপ প্রতিজ্ঞাত হইলেন;

ব্রুটস্ লুক্রিসিয়ার মৃতদেহ রাজধানীস্থ প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত করিতে তত্রস্থ ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিলেন। এইক্ষণে প্রত্যেক ব্যক্তি আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ঐ মৃতদেহ তথায় আনয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই স্থান লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। তখন ব্রুটস্ সম্মুখীন হইয়া এই প্রকার কহিতে লাগিলেন।

"হে বান্ধবগণ! তোমরা অবাক্ হইয়া কি দেখিতেছ? সম্মুখে যে শোণিতাক্ত কলেবর নিরীক্ষণ করিতেছ ইহা সেই পতিপ্রাণা লুক্রিসিয়ার মৃত শরীর, যে কামিনীর সুখ্যাতি দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছিল, যাহার অকলঙ্ক পবিত্রতা সর্ব্ব সাধারণ

পের প্রফুল্ল কর ছিল, সম্প্রতি তাহার এই গতি হই-য়াছে; সে তাহার চিররক্ষিত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নষ্ট হওয়াতে আক্ষেপে আত্ম ঘাতিনী হইয়াছে। দুরাত্মা সেক্টস্ টার্কুইনস্ কল্য রজনীযোগে বলপূর্ব্বক সে অবলার অমূল্য সতীত্বধন অপহরণ করিয়াছে, পবিত্রা বালা! যাহার শরীরে কখন কলুষের সংস্পর্শও হয় নাই, সে এক কালীন এতাদৃশ গুরুতর পাপ ভারে প্রপীড়িত হইয়া পরিতাপে এই ছুরিকা দ্বারা হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। মৃত্যুকালীন এই মাত্র কহিয়া গিয়াছে "যদি কেহ মনুষ্য থাক, তবে এই দুরাত্মার প্রতি শোধ করিও, লুক্রিশিয়া রোম নগরী হইতে জন্মের মত বিদায় হইল,,। হে রোমান্‌গণ! এই ক্ষণে তোমাদিগের কি কর্ত্তব্য? তোমরা কেন আর টার্কুইনের অধীনতা শৃঙ্খলে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখ? বলপূর্ব্বক সে শৃঙ্খল ছিন্ন কর। এই ক্ষণে, এই মুহূর্ত্তেই স্বাধীনতার সিংহনাদে চতুর্দ্দিক্ আন্দোলিত কর"

"রোমান্‌গণ! বীরপুরুষগণ! হে মনুষ্য

ত্বের গৌরবাকাঙ্ক্ষী সাহসিক মর্ত্যগণ! তোমাদিগের সাহসে আর কি ফল দর্শিবে, শৌর্য্য ও পৌরুষ কোন্ কার্য্যে লাগিবে এবং তোমাদিগের উচ্চ গৌরবইচ্ছা কোথায় অবস্থিতি করিবে, যদি তোমরা অচিরে এ প্রকার দুষ্ক্রিয়ার প্রতিফল দিতে সক্ষম না হও। লুক্রিসিয়া কোন প্রেত ভূমিতে অথবা কোন বর্ব্বর প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করে নাই। যে দেশে নর জাতির বসতি আছে, যেস্থানে মনুষ্যত্বের সমাদর আছে, যথায় গুণের গরিমা, সভ্যতার মর্য্যাদা, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে, ভাগ্যক্রমে সে এবম্প্রকার স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার মন লাভ কলুষ লালসায় প্রতারিত হইলে সে অদ্য রাজশয্যায় শয়ান থাকিতে পারিত। কিন্তু সে সেপ্রকার জঘন্য সুখেচ্ছার মস্তকে পাদ প্রক্ষেপ করতঃ ধর্ম্মের নাশে আত্মনাশিনী হইয়াছে। এই জনপদে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আর ধর্ম্মপথে অবিচলিত একাগ্রতা রাখিয়া এনগর হইতে কি তাহার এই পুরস্কার লাভ হইল? আমরা তাহার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সন্তাপ প্রকাশ করিয়া তাহার মৃত দেহ সমাহিত করিলেই কি

আমাদিগের সামাজিক ধর্ম্ম রক্ষা করা হইল ।

"যদি আমরা এ বিষয়ক কর্ত্তব্য সাধনে অন্যমনস্ক থাকি অথবা ভীত হইয়া তৎপ্রতিকার চেষ্টায় বিমুখ হই, তবে কে আর আমাদিগকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিবে এবং এই রোম নগরীর সামাজিক গৌরব কি প্রকারে রক্ষা পাইবে। আমরা অন্যান্য জনপদবাসী সভ্য জাতির নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইব? তাহা হইলে এই ভূমি অদ্য হইতে পিশাচ ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং আমরাও জড়পদার্থমধ্যে অবধারিত হইব। অদ্য হইতে রোমীয় সতীগণ স্বস্বপতি পরিত্যাগ করিয়া সেকস্টস বা তদনুরূপ অন্যান্য অত্যাচারীগণের বিলাস শয্যাশায়িনী হইবে এবং ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণ এই কলঙ্কিত ভূমিখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অগ্রপশ্চাৎ লুক্রিসিয়ার প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিবেন সন্দেহ নাই। ধন্য লুক্রিসিয়া! তুমি ধর্ম্মের অবমাননায় প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছ। আমাদিগকে ধিক, যে আমরা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এ পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট দণ্ডায়মান আছি, হে সমধীন সুশিক্ষিত সৈন্যগণ! তোমাদিগের অস্ত্র

শিক্ষার কি ফল? যদি তাহা সমাজের হিতার্থে নিয়োজিত না হয়? আর তোমাদিগের অসিধারা-হই বা কি বল, যদি তাহা ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের উচ্ছেদে প্রক্ষেপিত না হয়? হে উচ্চলোক বাসী দেবতাগণ! তোমরা এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগের মনে উৎসাহ শিখা প্রদীপ্ত কর, যে আমরা অচিরে পাপের উন্মূলনে অগ্রসর হই। নতুবা আমরা কোন্ মুখে গৃহে যাত্রা করিব উপস্থিত বিষয় আচ্ছাদিত রাখিয়া কি প্রকারেই বা অন্নজল গ্রহণ করিব? তবে ধিক্ আমাদিগের নিশ্বাস প্রশ্বাস, ধিক্ আমাদিগের রক্তচালনায়, এবং ধিক্ আমাদিগের মনুষ্যকলেবরে যদি আমরা এই মুহূর্ত্ত মধ্যে এই প্রবল অত্যাচারের প্রতিবিধানার্থ অগ্রসর না হই।"

"হে রোমান্‌গণ! জাগ্রত হও, দুরাচার রাজকুমারের অত্যাচার সকল স্মৃতিপথে আনয়ন কর এবং ধর্ম্মপক্ষে জয়ধ্বনী করিয়া পাপের উচ্ছেদার্থ অগ্রসর হও,,

লুক্রিসিয়ার মৃত দেহ দেখিয়া এবং তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়াই রোমান্‌গণের মনে প্রবল কোপা-

নল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া ছিল, তাহাতে ব্রুট্‌সের বক্তৃতাআহুতি প্রাপ্তে তাহা শতগুণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার কথা শেষ না হইতে হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ কোলাহলধ্বনি নিনাদিত হইয়া উঠিল। অসঙ্খ্য দর্শক এবং সেনানীগণ গভীর গর্জ্জনের সহিত হান্ হান্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ শব্দ করিতে করিতে বায়ুবেগে রাজ বাটির দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল, রাজ পরিবারগণ, আসন্ন মৃত্যু জানিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল এবং কাহার হস্তে কাহার প্রাণান্ত হইল কিছুই নিরূপণ নাই। বাটীর প্রহরীগণের মধ্যে কাহারও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইল, কেহ কেহ পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল, কেহবা এ পক্ষের শরণাপন্ন হইয়া কালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইল। তখন জিত পক্ষ বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজ সিংহাসন অধিকার করিল। দুরাত্মা সেক্‌স্‌টস্ টাকুইনস্ তৎকালে বাটীতে ছিল না, এই সংবাদ পাইয়া কতকগুলিন সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ভবনাভি মুখে আসিতে ছিল। কিন্তু নিকট হইয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করত সেবাই নগরাভি মুখে পলায়ন করিতে

লাগিল। সেখানে পৌঁছিবামাত্র তথাকার লোকে তাহার প্রাণ সংহার করিল। ঐ দিবস হইতে রোম রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল এবং তথাকার রাজকীয় পদবী এক কালীন উঠিয়া গিয়া সাধারণ তন্ত্র সংস্থাপিত হইল। ব্রুটস এবং কোলেটাইনস্ সকল লোকের সম্মতি ক্রমে প্রধানাসনে আসীন রহিলেন। এই প্রকারে পরমেশ্বরের সামাজিক নিয়ম প্রত্যক্ষ প্রায় হইয়া পাপের প্রতিফল প্রদান পূর্ব্বক রোম নগরী রক্ষা করিল। তৎপরে প্রায় ৪৮১ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ নিয়মানুসারে রোম রাজ্য শাসিত হইয়া ছিল।

সম্পূর্ণ